নারী ও নারী জাগরণঃ ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা

*মোনালিসা ভট্টাচার্য

ভূমিকা

সৃষ্টির আদিপর্ব থেকেই পুরুষ সমাজ পরিচালনা করেছে; নারী তার সহচরী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী শুধু পুরুষের সম্পত্তি, ভোগের বস্তু। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারীত্ব শব্দটি সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তা স্বতন্ত্রভাবে পরিদৃশ্যমান নয়। ত্যাগ, তিতিক্ষার বর্ম এঁটে ভারতের আদর্শ নারীরা আত্মবিলাপ করেছে; তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশের কোন উপায় খুঁজে পায়নি। সেই ধারণাটি চলে আসছিল আবহমান কাল ধরে। হিন্দু ধর্মে মনু বিধানের অজুহাত এবং ইসলাম ধর্মে ইসলামী আব্রু রক্ষার তাগিদ মেয়েদের একেবারে চালনা করে দিল অসম্মানের অন্দরমহলে। উনিশ শতকীয় নবযুগের মনিষীরা নারী সমাজের অন্ধকারময় বন্ধ দরজাটি উন্মুক্ত করতে সমবেত চেষ্টা চালিয়েছিলেন।[১] ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন নারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিল। এই শতকেই নারীর মধ্যে বিপ্লবাত্মক চেতনার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। বিংশ শতকের শুরুতে বাংলায় বিভিন্ন মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই সমিতি গুলির উদ্দেশ্য ছিল নারীর স্বাধীন সত্ত্বাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া।[২] শুধু মহিলা সমিতি নয়, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পুরুষদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সমিতিগুলিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত মহিলারা।

পরাধীন ভারতে ঊপনিবেশিক ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ নারীদের রাজনীতির পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে সাহায্য করেছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যদিয়ে রাজনীতিতে সংগঠিত নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।[৩] কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে মহিলারা পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তেভাগা ও তেলেঙ্গানা সংগ্রামে গ্রামের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মহিলারা নিজেদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে রাজনৈতিক এবং চিপকো, নর্মদা বাঁচাও প্রভৃতির মত পরিবেশবাদী ও সামাজিক আন্দোলনগুলিতে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এখনো পশ্চাদপদতা রয়েছে। সংসদীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার

ONLINE ISSN 2278-5264
Volume-I, Issue-II, October-2012
© Department of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India

সাম্প্রতিকতম সংযোজন — 'পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় ৫০ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষণে মন্ত্রীসভার অনুমোদন'- এর মধ্যদিয়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ

ঊনিশ শতকে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গানে মহিলাদের আবির্ভাব ঘটেছিল সামাজিক কল্যাণ ও বিপ্লববাদী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। মাতা তপস্বিনী, মাদাম কামা, সরলা দেবীর মতো আন্দোলনকারী মহিলারা সংগ্রামশীল মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন।[৪] পরবর্তী ক্ষেত্রে এই মতাদর্শ জনপ্রিয়তা ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। বঙ্গা বিচ্ছেদের সময় থেকে নারীরা, বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠা গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে বিপ্লবে সামিল হয়েছিল। বঙ্গাভঙ্গোর সময় মহিলারা পুরুষদের সঙ্গো বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।[৫] অন্যদিকে বহু মহিলা বিপ্লববাদী সংগঠনগুলির সঙ্গো নিজেদের বিজড়িত করেছিল। অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, বিপ্লবীদের অশ্রয়দান, বাড়ির পুরুষদের বিপ্লবে উৎসাহিত করা ছাড়াও মহিলারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতো।[৬] শান্তি ঘোষ ও স্মৃতি চৌধুরী নামে সরকারী বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী ত্রিপুরার জেলা শাসককে হত্যা করেন। বীণা দাশ বাংলার গভর্নরকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে অনেক মহিলা বিপ্লববাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, কঠিন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে নারীদের দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছিল পূর্ব বাংলার ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশালের সশস্ত্র সংগ্রামে। বালি-হাওড়ার বাল্য বিধবা ননীবালা দেবী, বরিশালের দুর্গামনি দেবী, দুকড়িবালা দেবী, বনলতা দাশগুপ্ত, ঢাকার লীলা রায়, চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ভারতের শসস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ননীবালা দেবী বিপ্লবী যুগান্তর দলের প্রত্যক্ষ সদস্য ছিলেন।[৭] তবে, সর্বক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাকে জনসমক্ষে আনার চেষ্টা করা হয়নি।

বিংশ শতকের কুড়ির দশকের প্রারম্ভিক পর্বে নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা অভূতপূর্ব গভীরতা ও শক্তি সঞ্চয় করেছিল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-সত্যাগ্রহের মধ্যদিয়ে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের পর মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসকে জনগণের সংগঠনে পরিণত করার জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার মধ্য দিয়ে মহিলাদের সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৮] গান্ধীজী রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, নারী ও পুরুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যদিয়ে একত্রিত ভাবে ভারতের কল্যাণে কাজ করবে। ভারতীয় মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি বৃহত্তর সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং শিক্ষার

সঙ্গে নিবিড় সংযোগ মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মহিলাদের নয়, সমস্ত ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণের পক্ষপাতী ছিলেন গান্ধীজী।[৯] গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সাংসারিক কাঠামোকে অবিচলিত রেখে অহিংসার আদর্শ নীতিতে সংযত প্রকৃতি, বিশ্বাস, অপরিমিত সহনশীলতা ও আত্মদানের ক্ষমতা ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করেছিল।

সরোজিনী নাই-ডু ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজী সরোজিনী নাইডুকে বলেছিলেন "I entrust the destiny of India to your hands."[১০] ভারতীয় মহিলাদের রাজনৈতিক জাগরণে গান্ধীজীর সঙ্গে সরোজিনীর অবদানও অনস্বীকার্য। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মহিলা শাখা তৈরির দাবি জানিয়েছিলেন। এই দাবীর ভিত্তিতেই এবং কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের[১১] উদ্যোগে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে গড়ে উঠেছিল, 'All India Women's Conference'। ১৯৩১ খ্রীষ্টব্দে করাচী অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস মহিলাদের সমানাধিকারের নীতি বাস্তবায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজী কারারুদ্ধ হলে আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্পিত হয় সরোজিনীর নাইডুর উপর। ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে লবণ সত্যাগ্রহের জন্য ধরমশালা অভিমুখে যাত্রা করলে ব্রিটিশ পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে লাঠি চালায়।[১২] দিল্লীতে প্রায় ১৫০০ মহিলা কারাবরণ করেন। বাস্তবিক, আইন অমান্য আন্দোলন ভারতীয় নারী মুক্তির দিকে অগ্রগতির একটি বড় পদক্ষেপ সূচিত করে।[১৩] অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ গান্ধীজীর আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী করে তুলেছিল। গান্ধীজী বলেছিলেন, "The part the women of India played will be written in words of gold."[১৪]

আন্দোলনকারী মহিলারা খাদি বস্ত্র পরিধান করতেন, লবণ তৈরি করতেন, মদ ও বিদেশী দ্রব্যের দোকানের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতেন।[১৫] ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারী মহিলাদের কারগারে নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হতো না। আট/আট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যুক্ত ঘরে আট-দশ জন মহিলাকে একত্রে থাকতে হতো। ব্রিটিশ আমলে বোম্বে জেলে বন্দিনী হান্সা মেহেতার বর্ণনায় ব্রিটিশ জেলে বন্দিনীদের দুর্দশার কথা জানা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুলিশের পাশবিক আক্রোশের শিকার হয়েছিলেন আন্দোলনকারী মহিলারা। গুপ্ত সমিতির নাম, পুরুষ কর্মীদের কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচারের মাত্রা এত তীব্র ছিল যে অধিকাংশ মহিলা স্বাভাবিক সুস্থ

জীবনে ফিরতে পারতো না। তা সত্ত্বেও মহিলারা ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনগুলি মহিলাদের আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল, নিজেদের চালনা করতে শিখিয়েছিল সেই সঙ্গে মহিলাদের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিল। উক্ত সময়কালে মহিলারা ন্যায়নীতি ও ত্যাগের আদর্শকে গৃহবন্দী করে না রেখে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিল।[১৬]

মহাত্মা গান্ধীকে বন্দী করার প্রতিবাদে মীরাটে কয়েক হাজার মহিলা পর্দা প্রথা ভেঙে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রায় পাঁচ হাজার স্বাধীনতা আন্দোলনকারী নারীর মৃত্যু হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলন মহিলাদের দিয়েছিল পুরুষদের সমানাধিকার, যা পূর্বে তারা পায়নি।[১৭] গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রচুর পরিশ্রম করে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই মহিলারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনে মহিলারা যেভাবে সাড়া দিয়েছিল তা ব্রিটিশ সরকারকেই শুধু নয়, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকেও বিস্মিত করেছিল। রাজকুমারী অমৃতা কাউর, মৃদুলা সারাভাই, পদ্মজা নাইডু, দুর্গাবাই দেশমুখ, সুচেতা কৃপালনী, অরুণা আসফ আলি, ঊষা মেহতা, পার্বতী কাউর, বীণা দাস, লীলা রায়, কল্যাণী দাস, কমলা দাশগুপ্ত, শান্তি দাসের মতো বহু মহিলা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[১৮] একথা কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নারীদের সাহস, ক্ষমতা ও ত্যাগের আদর্শ রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের গুরুত্বকে বর্ধিত করেছে।

বাংলার তেভাগা আন্দোলনেও মহিলারা প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছিল। গ্রামে পুলিশ এলে আন্দোলনকারী পুরুষদের সতর্ক করা ছাড়াও নারীরা গ্রাম রক্ষার স্বার্থে নারী ব্রিগেড তৈরি করেছিল। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পুরুষদেরও সংগঠিত করেছিল। হিন্দু, মুসলিম, এবং আদিবাসী খেতমজুর মহিলারা ছিল নারী রক্ষী বাহিনীর বৃহত্তর অংশ।[১৯] বিদ্রোহের প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছিল। লবণ সত্যাগ্রহে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি ও তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতিতে পার্থক্য ছিল। তেভাগায় মহিলারা শুধুমাত্র জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি, তারা পুরুষ কৃষকের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার দাবি করেছিল।[২০] আন্দোলনের মধ্যে আর এক আন্দোলন তারা গড়ে তুলেছিল। যে আন্দোলন ছিল সম্পত্তির উপর মেয়েদের অধিকার তথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নারী নির্যাতনের

বিরুদ্ধে। মহিলা সমিতির মাধ্যমে পুরাতন কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শুধু ভূস্বামী-কৃষক সম্পর্কেই নয়, নারী-পুরুষ সম্পর্কেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেয়েরা।[২১]

কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই থেকে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত তেলেঙ্গানা অঞ্চলে গেরিলা কৃষক সংগ্রামের আবির্ভাব ঘটেছিল। তেলেঙ্গানা অঞ্চলের রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতা, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, কৃষক ও ঋণদাসদের কাছ থেকে বেগার শ্রম ও পাওনা আদায়ের জন্য জমি দখল কৃষকদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল।[২২] কৃষকদের এই আন্দোলনে মহিলারা কখনো সংবাদবাহক, কখনো সংগঠক, আবার কখনো প্রত্যক্ষ আন্দোলনকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সামাজিক সাম্যের জাগরণ, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য মহিলারা তেলেঙ্গানায় জঙ্গি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। জনগাঁও তালুকের পালাকুর্তি গ্রামের চাকালি আইলাম্মাই মহিলাদের মধ্যে প্রথম উক্ত অঞ্চলে জমি ও ফসল রক্ষার আন্দোলনে সামিল হন। কোন্দ্রাপল্লী অঞ্চলে মহিলাদের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম, গোদাবরী বনাঞ্চলে বিড়ি পাতা সংগ্রহে মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম মহিলাদের নিজস্ব সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে তারা সাফল্যলাভও করেছিল।[২৩] তেলেঙ্গানা গন সংগ্রামে মহিলারা গেরিলা বাহিনীতেও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রামুলাম্মা, রঙ্গাম্মা, তিরুপতাম্মা, সাবিত্রাম্মা, নরসাম্মা প্রমূখের পাশাপাশি পাপাক্কা, বুডেম্মা, ভেঙ্কটাম্মা, লচ্ছাক্কা, বাদ্রাক্কা, পুলাক্কা প্রমূখ কোইয়া সম্প্রদায়ের মেয়েরা তেলেঙ্গানা গন সংগ্রামে গেরিলা বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।[২৪] তেলেঙ্গানা আন্দোলন সাফল্যলাভ করতে না পারলেও আন্দোলন চলাকালীন পর্বে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে মহিলাদের সক্রিয়তা, তাদের সাহস, ভাবাদর্শের প্রতি অবিচার আস্থা, সংগ্রামী মনোভাব অবশ্যই মহিলাদের স্বাধিকারের লড়াইকে বর্তমানেও প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী নারী জাগরণ

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল জেলায় গান্ধীবাদী নেতা শ্রীসুন্দরলাল বহুগুনার নেতৃত্বে তেহরী পার্বত্য অঞ্চলের

মহিলারা পাহাড়ের বনাঞ্চলে নির্বিচারে গাছ কাটার প্রতিবাদে চিপকো আন্দোলনে (১৯৭২-৭৮) সামিল হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই, দলীয় রাজনীতির সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক ছাড়াই এই সমস্ত পাহাড়ী মহিলারা আন্দোলনে সফলতা অর্জন করেছিল। এই আন্দোলনের স্লোগান ছিল "The forests is our mother's home. We will protect it with all our might."[২৫] পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মাদক দ্রব্যের বিরোধিতা ও মহিলা নির্যাতনের মতো বিষয়গুলিকেও আন্দোলনের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল মহারাষ্ট্রে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন। মহারাষ্ট্রে শুরু হলেও এই আন্দোলন গুজরাট এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তার লাভ করে। সত্তরের দশকের প্রথমদিকে মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল খরা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। সেই সময় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রাদির মূল্য বিবর্ধিত হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মূল্য বৃদ্ধি বিরোধী জোট গড়ে উঠেছিল এবং মহিলারাও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।[২৬] আন্দোলনকারীরা দ্রব্যের মূল্য হ্রাস সহ সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের দাবি জানিয়েছিল। বলা বাহুল্য এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল। গুজরাটের নব-নির্মাণ আন্দোলনে মহিলারা ব্যাপক মাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এরই সূত্র ধরে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিহারে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে অশিক্ষিত ও অনগ্রসর মহিলাদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল।[২৭] ঊনিশশো আশির দশকের গোড়ায় আসামের মহিলারা, নাগা ও মিজো মহিলারা পুলিশের লাঠি বুলেট অগ্রাহ্য করে অধিকার রক্ষার্থে প্রকাশ্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

সুতরাং ভারতীয় মহিলারা নিজেদের সংগঠিত করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা মহিলাদের ক্ষেত্রে জরুরি এবং এর মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতা কাঠামোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নতুন ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সংবিধান লিঙ্গ ভিত্তিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিল। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত এবং উচ্চ শ্রেণীর মহিলারাই মহিলা কেন্দ্রিক ভাবনায় লাভবান হয়েছিল। গ্রাম্য এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলাদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌছায়নি।[২৮]

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে সংসদীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ রাজনৈতিক দলগুলি গ্রহণ করেনি। অথচ উক্ত সময়কালে আন্দোলনভিত্তিক রাজনীতি থেকে সংসদীয় রাজনীতিতে মহিলাদের উত্তরণ ঘটানো জরুরী ছিল।[২৯] পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমষ্টিগত উন্নয়নের ভাবনা থেকেই মহিলা উন্নয়নের প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল। মহিলাদের সংগঠিত করার জন্য গঠিত হয় মহিলা মন্ডল। গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 'Women's Status Committee'-র রিপোর্টে প্রকাশ পায়। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নারীদের পদমর্যাদা বিষয়ক 'Towards Equality' নামে যে রিপোর্ট উক্ত কমিটি প্রকাশ করে সেখানে বলা হয়েছিল, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলারা কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদা না থাকার ফলে অচিরেই এরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ শ্রেণীতে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল।[৩০] কমিটির প্রধান সুপারিশ ছিল-

১) রাজনৈতিক দলগুলির মহিলা প্রার্থীদের জন্য কোটা স্থাপন করা উচিত।

২) শুধু মাত্র মহিলাদের নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত একটি সাময়িক পদক্ষেপ হতে পারে।

৩) মিউনিসিপাল কাউন্সিলে মহিলাদের জন্য কিছু আসন নির্দিষ্ট করা হোক।

ভারতীয় সংবিধানে সমতা ভিত্তিক দর্শন থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব রাজ্য সভা, লোক সভা, রাজ্য বিধান সভা এবং পঞ্চায়েতে যথেষ্ট নয়। ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত অশোক মেহতা কমিটি গ্রামোন্নয়নে মহিলাদের যুক্ত করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দান করে।[৩১] ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'National Perspective Plan for Women' -পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। এই পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ এবং পৌর প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের জন্য শতকরা ত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়।[৩২]

১৯৭০ এবং ৮০ র দশকে মহিলা সংগঠনগুলি মহিলাদের অধিকার রক্ষা, সমানাধিকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে বামপন্থী মহিলা

সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইতিপূর্বে সাধারণ নির্বাচনগুলিতে নারীরা বৃহত্তর শরিক হওয়ার সুযোগ পায় নি। তদুপরি মহিলা রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই এসেছিল উচ্চ শিক্ষিত, ধনী পরিবার থেকে; কোন ক্ষেত্রে বংশপরম্পরা অনুযায়ী।[৩৩] স্বভাবতই এই সমস্ত মহিলাদের রাজনৈতিক অঙ্গানে প্রবেশ বৃহত্তর নারী সমাজের রাজনীতি সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এজন্য নারীবাদী সংগঠনগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি রাজনীতিতে সর্বস্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার মহিলাদের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের দাবী জানিয়ে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। আশির দশক থেকে রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় রাজনৈতিক ইস্তাহারে মহিলাদের দাবীকে গুরুত্ব দান করেছিল।[৩৪] অশোক মেহতা কমিটি এবং 'National Perspective Plan for Women' এর রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার আশির দশকের শেষ পর্বে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করে। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণাটক সরকার প্রথম পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করে।[৩৫] উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অধিকতর সূযোগদানের মধ্যদিয়ে মহিলাদের উন্নয়ন।

পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় নারীদের ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সমন্বিত ৬৪ তম সংবিধান সংশোধনী বিল ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হলেও উচ্চ কক্ষে তা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৯২ সালের ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করা হয়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে সমস্ত রাজ্যের সমর্থন পেয়ে গ্রামীণ ও পৌর সরকারের ক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ করা হয়।[৩৬] ভারতীয় নারীর মর্যাদা রক্ষার্থে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে এটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে প্রায় দশ লক্ষ গ্রামীণ মহিলা প্রতিনিধিদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ আসে। নতুন আইনে পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই সাধারণ মহিলার পাশাপাশি তপশিলী জাতি ও উপজাতি মহিলাদের জন্যও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। শহরের স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় মহিলা কাউন্সিলরদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা নারীদের উপর অত্যাচার, শোষণ ও অবহেলার কিছুটা সুরাহা হয়েছে।[৩৭] গ্রামীণ মহিলারা প্রায়শই নিরক্ষর হওয়ার জন্য পুরুষরাই নারীদের সামনে রেখে কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। তবে এই আইন মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে-এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

ONLINE ISSN 2278-5264
Volume-I, Issue-II, October-2012
© Department of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India

গ্রামীণ সরকারে মহিলাদের যোগদানের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পিতৃতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোকে ভাঙার জন্য মহিলাদের আসন সংরক্ষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই মহিলাদের আসন বৃদ্ধির ফলে প্রশাসনের উপর মহিলারা চাপ সৃষ্টি করতে পারছে এবং নারী ও শিশুসহ সকলের উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনকে কাজে লাগাতে পারছে। বর্তমানে বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্প সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে শুধুমাত্র মহিলাদের চাপে। ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কোন কোন ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে।[৩৮] ১৯৯৬ সালে উমা প্রচার-এ প্রকাশিত রাজ্যভিত্তিক তালিকা এর স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান করে:

সারণি -১

রাজ্য	শতাংশ
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৩.০৪
আসাম	৫০.৩৮
ছত্তিসগড়	৩৩.৭৫
গুজরাট	৪৯.৩০
কেরালা	৫৭.২৪
কর্ণাটক	৪৩.৬
তামিলনাড়ু	৩৬.৭৩
উত্তরপ্রদেশ	৩৭.৮৫
পশ্চিমবঙ্গ	৩৫.১৫

Source: Uma Prachar, Vol.13, No.1, 2006, p.4.

বর্তমান কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউ.পি.এ. সরকার সংবিধান সংশোধন করে পঞ্চায়েতে মহিলাদের ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে।[৩৯] যদিও বিহার সরকার প্রথম ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য ৫০

শতাংশ আসন সংরক্ষণ করেছে। উত্তরখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ সরকারও পঞ্চায়েতে মহিলাদের ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। রাজস্থান সরকার ২০১০ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অনুরূপভাবে কেরল সরকার পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় প্রশাসনে ৫০ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে।[৪০] তবে কেন্দ্র সরকার সংবিধান সংশোধন করে বিষয়টিকে আইনগত রূপ দিতে চাইছে।

পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় মহিলা সংরক্ষণ সাফল্যলাভ করলেও লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভায় ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রশ্নটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ১৯৯৬ সালে লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভায় মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৮১ তম সংশোধন বিল লোকসভাতে উত্থাপন করা হলেও তৎকালীন সংযুক্ত মোর্চা সরকারের পুরুষবাদী দলগুলির প্রতিবন্ধকতার দরুন তা পাশ হয়নি। ১৯৯৮ সালেও একবার প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। এর পর ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সময়ে ৮৫ তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি উত্থাপন করা হয়। তবে সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ. সরকার মহিলাদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। প্রায় চৌদ্দ বছর পর ২০১০ সালের ৮ই মার্চ লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভায় মহিলাদের সংরক্ষণ বিষয়ক বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয় এবং ৯ই মার্চ রাজ্যসভা বিলটি অনুমোদন করে।[৪১] তবে লোকসভার অনুমোদন ও রাষ্ট্রপতির ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত বিলটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা যাবে না। বিলটির বিরোধিতায় বিরোধীপক্ষ এবং সরকারপক্ষের একাংশের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তাতে ভবিষ্যৎই বলবে ভারতীয় সমাজ নারীদের অবস্থান কতটা মজবুত করতে পারল।

উপসংহার

স্বদেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণা ভারতীয় নারী ব্রিটিশ অত্যাচারের ভয়ে পর্দানসীন থাকেনি। পারিবারিক পরিবেশ, সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ সর্বোপরি নারীমানসে কর্ম ও স্ব-পরিচিতি প্রতিফলিত হয়েছিল। আবির্ভূত হয়েছিল আত্মপ্রতিষ্ঠিত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দুঃসাহসিক নারীমূর্তির আঞ্চলিক ও জাতীয় চেতনার

উন্নত মার্গ। বাল্যবিবাহ, অকালমাতৃত্ব, পর্দাপ্রথা, যৌথ পরিবারের নিষ্পেষণ, নিরক্ষরতা, পিতৃতান্ত্রিক লৌহ কাঠামোর বিধি মেনেও নারীরা এগিয়ে এসেছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খলা মোচনে।

ভারতীয় মহিলাদের রাজনৈতিক উত্থান অবশ্যই মহাত্মা গান্ধীর অবদান। গান্ধীজীর আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। তার মধ্যে সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ছিল, যেখানে মহিলারা পালন করছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জড়তা নষ্ট করতে ধীর পদক্ষেপে বৈপ্লবিক চেতনার প্রয়োজন ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সাবেকী আমলের Public/Private, এবং Political/Social বিভাজনকে ভেঙে দিয়েছে। তবে মহিলাদের নিজস্ব নিষ্ক্রিয়তা ছেড়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলির চিন্তাভাবনা আরও প্রগতিশীল হতে হবে। এর পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এবং সরকারী প্রশাসনেরও এগিয়ে আসা কর্তব্য।

প্রগতিশীল বলে পরিচিত বামপন্থীরাও ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নারী পুরুষ সমান বললেও রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নারীদের স্থান হয় গ্রন্থাগার, সমাজকল্যাণ, ত্রাণ ও স্বাস্থ্য দপ্তরে। স্বরাষ্ট্র, শ্রম, শিল্প, অর্থ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব মহিলাদের এখনো ভরসা করে দেওয়া হয়নি। আসলে মহিলাদের বিষয়ে মানসিকতার পরিবর্তন এবং তাদের সামর্থ্যের প্রতি আস্থা আনা দরকার। নারীদের আত্মজাগরণই পারে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে এবং মনু স্মৃতির তৃতীয় শ্লোককে কেবল স্মৃতি শাস্ত্রের গন্ডীতেই আবদ্ধ রাখতে।

ONLINE ISSN 2278-5264
Volume-I, Issue-II, October-2012
© Department of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India

তথ্যসূত্র :

1. মুরশিদ গোলাম, *নারী প্রগতি আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গারমনী,* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ:২০০১, পৃ.৫৭ ।
2. Forbes Geraldine, *Women in Modern India*, Cambridge University Press, Third Reprint-2004, p.70.
3. Desai A.R., *Social Background of Indian Nationalism,* Popular Prakashan, Mumbai, Reprint-2004, p.261.
4. The Illustrated Weekly of India, 28 January, 1973, pp.-21-23.
5. Sarkar Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal-1903-1908*, People's Publishing House, New Delhi, Reprint-1994, pp. 287-88.
6. গুহ নিখিলেশ, *স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা পুনর্বিবেচনা,* পরিকথা, সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৫, পৃ. ১৩১ ।
7. Forbes Geraldine, *Op.Cit.*, p.127.
8. Chaudhuri Sukhbir, *Growth of Nationalism In India*, Vol.II, Trimurti Publication, New Delhi, 1973, p.31.
9. গান্ধীজী মেয়েদের অর্থনৈতিক জাগরণের জন্য খাদির উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ঢাকার আশালতা সেন গান্ডারিয়া মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির মেয়েরা মাথায় খদ্দরের গাঁঠরি নিয়ে বিক্রি করে বেড়াতেন এবং স্বদেশী সামগ্রী বিক্রি করার জন্য প্রতি বছর শিল্প মেলা সংগঠিত করতেন।- রায় ভারতী, *স্বাধীনতা অন্দোলন ও বাংলাদেশে নারী জাগরণ,* রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত *'ভারত ইতিহাসে নারী'* শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৫৪ ।
10. Shakuntala Narasimha, *Sarojini Naidu Outstanding the Century*, Femina, Vol.8, May 22, 1979, p. 47.

11. কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে All India Women's Conference- এর সাধারণ সম্পাদিকা নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি কংগ্রেস সেবাদলে যোগদান করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হলেও অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন সমাজকর্মী এবং 'Indian Social Reformer' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে। তিনি ছিলেন গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য নারী সমাজকে তৈরি করার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কমলা দেবী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।— Devendra Kiran, *Changing Status of Women In India*, Vikash Publishing House, New Delhi, 1994, p.22

12. Ibid.

13. Sarkar Sumit, *Modern India: 1885-1947,* Macmillan, New Delhi, 1983, p.290.

14. Chopra P.N., *Women in the Indian Freedom Struggle*, New Delhi, 1975, p.14

15. Kishwar Madhu, *Women In the Politics: Beyond Quotas*, EPW, V. XXXI, No.43, October 26, 1996, pp.2867-74.

16. Thapar-Bjorkert Suruchi, *Women in the Indian Nationalist Movement*, Sage Pub., New Delhi, 2006,p.261.

17. Forbes Geraldine, *Op.Cit*, p.128-29.

18. গুপ্ত শ্যামলী, *নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪০.

19. Custers Peter, *Women's Role in Tebhaga Movement,* EPW, Vol.XII, No.43.

20. চট্টোপাধ্যায় কুণাল, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫, পৃ. ১১২ ।

21. ঐ, পৃ. ১১৪ ।

22. Dhanagare D.N., Peasant Movement in India 1920-1950, OUP, New Delhi, 1983, p.180.

23. সুন্দরাইয়া পি., *তেলেঙ্গানার গন সংগ্রাম এবং তার শিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ (বঙ্গানুবাদ),* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৬৪ ।

24. ঐ ।

25. Radhakumar, *The History of Doing: An Illustrated Account of Movement for Women Rights and Feminism in India 1800-1990*, Kali for Women, New Delhi, 1993,pp.183-85.

26. রায় মুখার্জী সঞ্চারী, *নারীবাদী আন্দোলন,* রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রসঙ্গ *মানবীবিদ্যা* শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৮৮-৮৯ ।

27. Desai Neera & Thakkar Usha, *Women in Indian Society*, NBT, New Delhi, 2001, p.158.

28. ঘোষ উজ্জ্বল, *পঞ্চায়েতে মহিলা সংরক্ষণ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩ ।

29. Forbes Geraldine, *Op.Cit.,* p.230.

30. *Report on The Status of Women In India(1974)*, Allied Pub., New Delhi, 1975, pp. 114-15.

31. *Report of The Committee on Panchayati Raj Institution*, Dept. of Rural Development, Government of India, New Delhi, 1978, pp.140-42.

32. ঘোষ উজ্জ্বল, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫-৬ ।

33. Desai Neera & Thakkar Usha, *Op.Cit.*, p.106.

34. Sharma Kumud, *Power and Representation: Reservation of Women in India*, Asian Journal of Women's Studies, Vol. 6, No. 1, p.68.

35. Nandal Roshni, *Women Development and Panchayati Raj*, Spellbound Publications, Rohtak, 1996, pp. 103-4.

36. Ibid.

37. Desai Neera & Thakkar Usha, *Op.Cit,* p.106.

38. *Uma Prachar*, Vol. 13, No.1, 2006,p.4.

39. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* কলকাতা, ২৮ আগস্ট, ২০০৯, পৃ. ৫ ।

40. *The Times of India,* New Delhi, 20 August, 2009.

41. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* কলকাতা, ১০ ই মার্চ, ২০১০, পৃ.১ ।

*Assistant Professor, Department of Political Science, Serampore College, Serampore, Hoogly, West Bengal, Phone No-(033)25623177, Mobile No-9477037953, Email-bhattacharjee.mimi@gmail.com